BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040023

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

রোমান্টিক গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব কবিতা : একটি অধ্যয়ন

রঞ্জয় সাহা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নগাঁও গার্লস কলেজ, নগাঁও, অসম

সারসংক্ষেপ:

রোমান্টিকতা গীতিকবিতারই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। কল্পনার ঐশ্বর্য, আবেগের গভীরতা, সৌন্দর্যের নিবিড়তা এবং সুদূরের ব্যঞ্জনা— মোটামুটি এইগুলি রোমান্টিক মনোভাবের লক্ষণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে। রোমান্টিকতা রচনারীতি নয়— একপ্রকার মানস-প্রতীতি। রোমান্টিক কবি বা শিল্পীর মর্ত্যচেতনাই প্রধান 'আলম্বন'। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে উঠেছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর। চৈতন্যের দিব্যজীবনকে কেন্দ্র করেই যেন রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব সাধকেরা বৈষ্ণব কবিতায় যতই তত্ত্ব আরোপ করুক না কেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আমাদের মানবিক প্রেমের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কান্নাহাসি বিজড়িত পার্থিব প্রেমের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে এই বৈষ্ণব কবিতায়। অসীম অনন্ত প্রেমই বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু। এর মধ্যে সুখ নেই, নেই কাম-গন্ধ। আসলে বৈষ্ণব কবিতা লৌকিক ও অলৌকিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। সীমা ও অসীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব কবিতা আমাদের মনে অসীমের সন্ধান এনে দেয়।

মূল শব্দ: *রোমান্টিকতা, গীতিকবিতা, বৈষ্ণব কবিতা, মানবিক প্রেম, পার্থিব প্রেম, প্রেমলীলা।*

অবতরণিকা:

রোমান্টিকতা গীতিকবিতারই একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। কল্পনার ঐশ্বর্য, আবেগের গভীরতা, সৌন্দর্যের নিবিড়তা এবং সুদূরের ব্যঞ্জনা— মোটামুটি এইগুলি রোমান্টিক মনোভাবের লক্ষণ বলে গৃহীত হয়ে থাকে। রোমান্টিকতা রচনারীতি নয়— একপ্রকার মানস-প্রতীতি। রোমান্টিক কবি বা শিল্পীর মর্ত্যচেতনাই প্রধান 'আলম্বন'। কিন্তু সুদূরের আকাঙ্ক্ষা, দুর্জ্ঞেয়ের প্রতি অভিসার, অপ্রাপণীয়ের জন্য ব্যাকুলতা— রোমান্টিক প্রকৃতির এটিই মূল বৈশিষ্ট্য। মর্ত্যচেতনা রোমান্টিকতার প্রধান উপাদান হলেও ধর্মানুভূতি ও ভাগবতচেতনাও রোমান্টিকতার লক্ষণযুক্ত হতে পারে।

নর-নারীর প্রেম নিয়ে যুগে যুগে কবিগণ কাব্যমালা গেঁথেছেন। তাঁরা হৃদয়ের আকুতি নিয়ে বলতে চেয়েছেন প্রেম কী, কোথায় এর উৎস, কোথায় এর শেষ। বস্তুত, সে বলার শেষ হয়নি।

মধ্যযুগের রাধা-কৃষ্ণের অকৈতব প্রেমলীলা নিয়ে যে পদমালা নানা শতকে কবিগণ গেঁথেছেন তা বাস্তব নর-নারীর প্রণয়লীলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে নির্দ্বিধায় বলতে হয় বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা যদিও

অপ্রাকৃত, কিন্তু এতে মর্ত্যের প্রেমাকুতির স্পর্শ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, কবিরা পৃথিবী এঁকেছেন- এবং স্বর্গও এঁকেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করে দেখেছেন।

রোমান্টিক গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব কবিতা:

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে উঠেছে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর। চৈতন্যের দিব্যজীবনকে কেন্দ্র করেই যেন রাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেব ছিলেন প্রেমের এক জীবন্ত মূর্তি। তাঁর প্রচারিত প্রেমে কোন কামগন্ধ ছিল না। এই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব কবিরা সেই অপার্থিব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় মেতে ওঠেন।

কিন্তু বৈষ্ণব সাধকেরা বৈষ্ণব কবিতায় যতই তত্ত্ব আরোপ করুক না কেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আমাদের মানবিক প্রেমের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মানবিক প্রেম শুদ্ধ প্রেম নয় ঠিকই কারণ তাতে কামগন্ধ এসে যায় কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা যেভাবে মিলন-বিরহ অভিসারের কথা বর্ণনা করেছেন তাতে এই প্রেম লৌকিক ও বস্তু জগতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা— এই প্রণয়-স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে— একি শুধু দেবতার!"[১]

বস্তুতঃ কান্নাহাসি বিজড়িত পার্থিব প্রেমের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে এই বৈষ্ণব কবিতায় যে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে নিশ্চয় কোন বাস্তব জগতের প্রিয়াকে অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিরা এই প্রেমগীতি রচনা করেছেন—

"হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে!"[২]

রবীন্দ্রনাথ বলতে চান বৈষ্ণব কবিদের নিজ নিজ প্রেমলীলারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁদের কাব্যে। সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের নব নব বৈচিত্র্যের সন্ধানে বৈষ্ণব কবিরা এত মেতে উঠেছেন যে, বৈষ্ণব কাব্যকে বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য না বলে বাস্তব জীবনের রসভাষ্য বলেও অভিহিত করা যায়। ধর্ম ও দর্শনকে ছাড়িয়ে রোমান্টিক অনুভূতিই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। রোমান্টিকতার যে কয়টি প্রধান লক্ষণ, যেমন— অতৃপ্তি, বিষাদ, হতাশা, দূরান্বেষণ সমস্তই বৈষ্ণব কবিতার মর্মমূলে বিরাজ করছে। ব্যক্তি অনুভূতির সাহিত্যিক প্রকাশ যদি গীতিকবিতা হয় তাহলে বৈষ্ণব কবিতাকে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বলতে বাধা নেই। অতনু দেবতার পঞ্চশরে দগ্ধ হয়ে তাঁরা যে কবিতা লিখেছেন তাতে ধর্মানুভূতি ও ভাগবৎ চেতনা অপেক্ষা মর্ত্যচেতনা ও রোমান্টিক অনুভূতিই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"[৩]

পদটির মধ্যে যে রহস্যময়তা, যে অতীন্দ্রিয় ব্যাকুলতা এবং অনুভূতির যে নিবিড়তা রয়েছে— তা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অপেক্ষা রোমান্টিক প্রণয়গীতি হিসাবেই আমাদের মনে চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করে।

কৃষ্ণের বিরহে রাধার অন্তঃদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত পদটির মধ্যে—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"[৪]

বর্ষার পটভূমিকায় বেদনার রাগিণী আরও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। রোমান্টিক গীতিকবিতা হিসাবে নিম্নোক্ত পদগুলি শুধু বাংলা সাহিত্য নয় বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ—

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।"[৫] (জ্ঞানদাস)
বা, "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।।"[৬]

এগুলিতে অন্তরের আবেগ ও আকুলতা যেভাবে ফুটে উঠেছে তার তুলনা মেলে না। বৈষ্ণব কবিরা ভক্ত ছিলেন, তাঁদের কবিতায় বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে একথাও সত্য কিন্তু কবিতাগুলি পাঠ করলে তত্ত্বই মুখ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় না।

কবি যখন বলেন—

"জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি।"[৭]

অথবা, "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।"[৮]

কিংবা, "হাথক দরপণ মাথক ফুল।

নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল।"[৯]

তখন আমাদের মনে হয় সীমা এবং অসীমের অপরূপ লীলা-রহস্য এই সব পদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসকে তত্ত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে তাঁরা রোমান্টিক এবং মিস্টিক রূপের মিলিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যখন তাকে লৌকিক রূপে বিচার করি, নর-নারীর প্রেমলীলার বিচিত্র বৈভবে যখন তা অপরূপ হয়ে ওঠে, সেই সৌন্দর্যমথিত পদাবলি রোমান্টিক। আবার বাইরের সমস্ত আবরণ ছিন্ন করে যখন অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি পরম পুরুষের বিচিত্র লীলাকে আভাসিক করে বিশেষ তত্ত্বের দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার লীলাকে রূপায়িত করে অন্তত সেই ইঙ্গিতটুকু আমাদের চিত্তে সঞ্চার করে, সেই রহস্যময় চেতনার মুহূর্তে তা মিস্টিক।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে বৈষ্ণব কবিতা লৌকিক পথ বেয়ে অলৌকিক জগতে আমাদের পৌঁছে দেয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেম মানবিক প্রেমের আধারে রচিত হলেও এ প্রেম স্বর্গীয়—

"রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ

কামগন্ধ নাহি তায়,

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম

বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।।"[১০]

সুতরাং এ প্রেমের ভাব যার মনে একবার জাগরিত হয়েছে তার কাছে অন্য সবকিছুই মিথ্যা হয়ে যায়—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়

সেই পিরিতি অনু- রাগ বাখানিতে

তিলে তিলে নূতন হোয়।"[১১]

যে প্রেম প্রতিক্ষণে নতুন হচ্ছে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তা অসীম ও অনন্ত। সেজন্য রাধা বলেছেন—

"কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলু—

না বুঝলঁ কৈছন কেল,

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ

তব হিয়া জুড়ন না গেল।"[১২]

উপসংহার:

অসীম অনন্ত প্রেমই বৈষ্ণব পদাবলির বিষয়বস্তু। এর মধ্যে সুখ নেই, নেই কাম-গন্ধ। আসলে বৈষ্ণব কবিতা লৌকিক ও অলৌকিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। সীমা ও অসীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণব কবিতা আমাদের মনে অসীমের সন্ধান এনে

দেয়। লৌকিক পরিচিত জগতের মাঝখান দিয়ে যাত্রা শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমাদের অপার রহস্যের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়।

নিছক তত্ত্বরূপে বিচার করতে গেলে বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক আখ্যা দেওয়ার পক্ষে কিছু বাধা রয়েছে বটে, কারণ— বৈষ্ণব কবিতাকে বলা হয় বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাস্য, একটা বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠীবদ্ধ কাব্যকলা, বৈষ্ণবতত্ত্বে রাধাকৃষ্ণ অপ্রাকৃত ও চিন্ময় এবং বৈষ্ণব কবিতায় কল্পনার বিপুল ঐশ্বর্যের সমারোহ নেই। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার পদের সঙ্গে যে রোমান্টিক চেতনার স্ফূর্তি কলাপের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই নিছক সাহিত্য হিসেবে যখন বিচার করব, তখন বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক গীতিকবিতা রূপেই গ্রহণ করা ছাড়া গতি নেই।

বৈষ্ণব কবিতা তত্ত্বের রসভাষ্য হলেও এর মধ্যে যেহেতু মর্ত্যলোকের প্রেমতৃষিত নরনারীর স্নিগ্ধ সুকুমার ছবি পাওয়া যায় সেহেতু বৈষ্ণব অবৈষ্ণব নির্বিশেষে সকল মানুষের পরম ধর্মের পক্ষেই এর রসাস্বাদনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। মানবিক আবেদনে ও রোমান্টিক প্রেমের সুরের বিচারে বৈষ্ণব কবিতা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক গীতিকবিতার সমকক্ষতা দাবি করতে পারে।

বৈষ্ণব কবিতার যে আকুলতা, অপ্রাপ্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষা, শুধুই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলা— এর মধ্যেই তো আধুনিক গীতিকবিতার জীবন-লক্ষণ বর্তমান। গীতি-কবিতার রোমান্টিক আবেদনে প্রাপ্তির সন্ধানে ছুটে চলাটাই তো বড় কথা। যে সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের নবতর ব্যঞ্জনায় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি নিয়ে গীতি-কবিতার জন্ম বৈষ্ণব পদাবলিতে সেই লক্ষণও বর্তমান— শুধু বৈষ্ণব কবিগণ সামনে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অনুভূতির গাঢ়তা বা আন্তরিকতার দিক থেকে সেখানে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ঘটেনি।

রোমান্টিক গীতি-কবিতার উপযোগী ভাষা এবং ছন্দ-চয়নেও বৈষ্ণব কবিতা কত প্রচলিত ও তৎপর। ব্রজবুলির ভাষা তো একান্তভাবে গীতি-কবিতারই ভাষা— বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দই তো এখনো পর্যন্ত আধুনিক গীতিকবিতায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবেগ ও আর্তিকে যে শিল্প-প্রকরণের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন— তাকে রোমান্টিক-আশ্রয়ী বলতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলির রূপকল্পে রোমান্টিক সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা অনুসৃত হয়েছে। বাক্‌নির্মিতি, ছন্দকৌশল, শব্দযোজনা ও আবেগের নিবিড়তা বিচার করলে বৈষ্ণব পদাবলিকে রোমান্টিক না বলে পারা যায় না।

তথ্যসূচি:

১. https://bn.wokisource.org

২. https://www.tagoreweb.in/verses/sonar-tari-18/boishnob-kobita

৩. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), পৃ. ২৮

৪. তদেব, পৃ. ৯১

৫. তদেব, পৃ. ৩৩

৬. তদেব, পৃ. ২৮

৭. তদেব, পৃ. ৮২

৮. তদেব, পৃ. ৪০

৯. তদেব, পৃ. ৪০

১০. https://share.google/images/sbxq2JsixHBLxxnIR

১১. বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), পৃ. ৪৫

১২. তদেব, পৃ. ৪৬

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়. অধ্যাপক সুকুমার (সম্পা.): বৈষ্ণব পদাবলী, পুর্ণমুদ্রণ ২০০৯-২০১০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০০৭৩

২. মিত্র. অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্র নাথ ও অন্যান্য (সম্পা.): বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), একাদশ সংস্করণ, ১৯৮৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা- ৭০০০৭৩

৩. সেন. সুকুমার (সংকলিত): বৈষ্ণব পদাবলী, নবম সংস্করণ ২০১০, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা- ৭০০০২৫

E Source:

1. https://bn.wokisource.org

2. https://www.tagoreweb.in/verses/sonar-tari-18/boishnob-kobita

3. https://share.google/images/sbxq2JsixHBLxxnIR

Citation: সাহা. র., (2025) "রোমান্টিক গীতিকবিতা হিসেবে বৈষ্ণব কবিতা : একটি অধ্যয়ন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.